সাংবাদিকতার নীতিমালা

ডঃ শেখ আলীমুজ্জামান (টোকিও, জাপান)

আমি পেশায় সাংবাদিক নই। তবু এই লেখার কারণ, সংবাদপত্রের পাতায় হাজার রকমের তথ্য পেলেও সাংবাদিকতার নীতিমালা সম্পর্কে তথ্যের স্বল্পতা। ইদানিং দেশের সংবাদপত্রের পাশপাশি প্রবাস থেকেও অনেক নিয়মিত বা অনিয়মিত সংবাদপত্র বের হচ্ছে। লক্ষ্য করছি, আন্তর্জালেও অনেক সংবাদপত্র বা পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। অনেকে বলবেন ভালোই তো, এর ফলে অনেক কিছু জানা যাচ্ছে। হ্যাঁ, অনেক কিছু জানা যাচ্ছে ঠিক, তবে সংবাদ পরিবেশনের নামে যদি আপনার নামে, আপনার স্বজন বা স্বদেশের নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা শুরু হয়, তখন কি অনেক কিছু জানা যাচ্ছে ভেবে তৃপ্ত হবেন? দেশ-বিদেশের বাংলা সংবাদপত্র বা আন্তর্জাল প্রকাশনাগুলোয় চোখ রাখুন, দেখবেন এ ধরণের ঘটনা ঘটছে। এই টোকিওতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কর্তৃক শহীদ মিনার নির্মাণ নিয়ে সংবাদপত্রের পাতায় যা প্রকাশিত হয়েছিলো, তার সবটাই কি নীতিসিদ্ধ সাংবাদিকতা? শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে টোকিও বৈশাখী মেলার পার্কে এসেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তার কয়েক সপ্তাহ আগেই সংবাদপত্রের পাতায় শহীদ মিনার পার্কটিকে সুড়িখানা ও নাইট ক্লাবের সাথে সম্পর্কিত করে জঘন্য সব কথা লেখা হয়। যেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী জাপানের একটা নোংরা স্থানে যাচ্ছেন আর টোকিওর প্রাণকেন্দ্রে শহীদ মিনার নির্মাণ করে মহা অপরাধ করে ফেলেছে বাংলাদেশ! এ ধরণের কার্যকলাপ সাংবাদিকতায় নীতিসিদ্ধ কি না, তা পাঠক-শ্রোতা-দর্শক সাধারণের বিবেচনা করার অধিকার আছে, যার জন্য সাংবাদিকতার নীতিমালা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে এমন সকল গণতান্ত্রিক দেশেই সাংবাদিকতার নীতিমালা কম বেশী অভিন্ন। এর ভিতরে ১৯৯৬ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পেশাদারী সাংবাদিক সোসাইটি কর্তৃক গৃহীত নীতিমালাটি সুলিখিত ও সহজবোধ্য বিধায় সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করবো (তথ্যসূত্রঃ http://www.spj.org/ethicscode.asp)।

পেশাদারী সাংবাদিকতার নীতিমালা

১) <u>সত্য জানা ও সত্য পরিবেশন করাঃ সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠ, পক্ষপাতহীন ও সৎসাহসী হতে হবে।</u>

ক) তথ্য সঠিক ও সত্য হতে হবে। তথ্য প্রমাদ বর্জনীয়। কোন অবস্থাতেই সত্য গোপণ বা বিকৃত করা যাবে না।

খ) যাদের নিয়ে সংবাদের সৃষ্টি তাদের ভালোভাবে জানতে হবে ও তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

গ) তথ্য দাতা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে। জনগণ তথ্য দাতার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে জানার অধিকার রাখে।

ঘ) তথ্য দাতার সঠিক উদ্দেশ্য ও তথ্যের বিনিময়ে তথ্য দাতা কি আশা করে সেটা জানতে হবে। ওয়াদা ভঙ্গ করা যাবে না।

ঙ) সংবাদের হেডলাইন, ফটো গ্রাফিক্স, অডিও, ভিডিও ইত্যাদির সাথে মূল সংবাদ সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

চ) তথ্য, ফটো, ভিডিও ইত্যাদি পরিবর্তন করা, প্রলেপ লাগানো বা বিকৃত করা যাবেনা। ক্যাপশন সত্যনিষ্ঠ হতে হবে।

ছ) মঞ্চস্থ সংবাদ পরিহার করতে হবে; অর্থাৎ সাধারণ ঘটনার সংবাদ পরিবেশন করা, সংবাদ পরিবেশন করার জন্য ঘটনা ঘটানো নয়।

জ) ছদ্ম নামে বা ছদ্ম পরিচয়ে সংবাদ সংগ্রহ করা যাবে না। ছদ্ম নাম-পরিচয় ধারণের প্রয়োজন হলে সংবাদে তা উল্লখ করতে হবে।

ঝ) অন্যের সংবাদ নকল করা যাবে না।

ঞ) অপ্রিয় খবরের ক্ষেত্রেও সৎসাহস নিয়ে তা প্রকাশ করতে হবে।

ট) সংবাদ পরিবেশনার ক্ষেত্রে ব্যক্তির সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে, নিজের মূল্যবোধ চাপিয়ে দেওয়া চলবে না।

ঠ) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, শারিরীক অক্ষমতা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে অবহেলামূলক গৎবাঁধা বর্ণনা দেওয়া যাবে না।

ড) অপ্রিয় হলেও উন্মুক্ত মত বিনিময় অব্যহত রাখতে হবে।

ঢ) অশ্রুত কণ্ঠস্বর সর্বসাধারণের কানে পৌঁছে দিতে হবে; এ লক্ষ্যে অফিসিয়াল ও আন-অফিসিয়াল উভয় ধরণের

তথ্যই গ্রহণযোগ্য।

ণ) সংবাদ পরিবেশনের নামে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে ওকালতি করা যাবে না।

ত) সাংবাদ পরিবেশনার নামে বিজ্ঞাপন প্রচার বা আত্মপ্রচার করা যাবেনা।

দ) মনে রাখতে হবে জনগণের কার্যকলাপে গোপণীয়তার অবকাশ নেই এবং সরকারী নথিপত্র পরীক্ষণ যোগ্য।

২) ন্যূনতম ক্ষতি সাধন করাঃ মনে রাখতে হবে, বিষয়, ব্যক্তি ও সহকর্মী এরা মানুষ। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে।

ক) ব্যক্তি যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় তা বিবেচনায় রাখতে হবে। অনভিজ্ঞ তথ্য দাতা ও শিশুদের বেলায় বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজনীয়।

খ) শোক বা বিয়োগান্তক সংবাদে ব্যক্তির সাক্ষাৎকার বা ফটো প্রকাশের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে।

গ) তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন কারো কারো জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। সাংবাদিকতা ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের লাইসেন্স নয়।

ঘ) মনে রাখতে হবে ব্যক্তিগত তথ্য অন্যকে প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়, তবে সরকারী কর্মচারীদের এক্ষেত্রে অধিক দায়বদ্ধতা আছে।

ঙ) সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে রুচিশীল হতে হবে। নোংরা বা অশ্লীল বিষয়ে রঙ চড়ানো যাবে না।

চ) যৌণ অপরাধের শিকার কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্কদের সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে।

ছ) অভিযুক্তের অপরাধ আদালতে প্রমাণিত হবার আগ পর্যন্ত তার তথ্য পরিবেশনে সুবিবেচক হতে হবে।

জ) মনে রাখতে হবে জনগণের যেমন অপরাধ সম্পর্কে জানার অধিকার আছে তেমনি অভিযুক্তের আছে ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার ।

৩) স্বাধীন ভাবে কাজ করাঃ দায়িত্ব পালনে কারো প্রতি আনুগত্য স্বীকার বা দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

ক) তথ্য পরিবেশনে, স্বার্থের সংঘাত এড়িয়ে চলতে হবে।

খ) সঙ্গ, দল বা কার্যকলাপ, যাতে সাংবাদিক হিসাবে সুনাম বা বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুন্ন হয়, তা এড়িয়ে চলতে হবে।

গ) অর্থ গ্রহণ, উপহার গ্রহণ, সুবিধা গ্রহণ, বিনামূল্যে ভ্রমণ, রাজনৈতিক সুবিধা বা সরকারি সুবিধা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ঘ) স্বার্থের সংঘাত এড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়লে তার ধরণ সম্পর্কে জানাতে হবে।

ঙ) ক্ষমাতাধরদের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে সাহসী ও অক্লান্ত হতে হবে।

চ) বিজ্ঞাপন দাতাদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া যাবেনা বা সংবাদকে প্রভাবিত করার সুযোগ দেওয়া যাবে না।

ছ) টাকা বা সুবিধার বিনিময়ে তথ্য দাতার ক্ষেত্রে সাবধান হতে হবে। সংবাদ সংগ্রহের জন্য দর কষাকষি করা যাবে না।

৪) দায়বদ্ধতাঃ একজন সাংবাদিক পাঠকের প্রতি, শ্রোতার প্রতি, দর্শকের প্রতি ও সহকর্মীর প্রতি দায়বদ্ধ।

ক) পরিবেশিত সংবাদ পর্যাপ্ত ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং জনসাধারনের মতামাত আহবান করতে হবে।

খ) সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকতা সম্পর্কে জনগণকে মত প্রকাশে উৎসাহিত করতে হবে।

গ) ভুল স্বীকার করতে হবে ও তা দ্রুত সংশোধন করতে হবে।

ঘ) সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের নীতিবিরোধী কার্যকলাপ উন্মোচন করতে হবে।

ঙ) সাংবাদিকতায় সর্বজন স্বীকৃত উচ্চ মান বজায় রাখতে হবে।

আন্তর্জালে সাংবাদিকতার নীতিমালা

আন্তর্জালে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে, উপরোক্ত নীতিমালাই প্রযোজ্য। সেই সাথে নিম্নোক্ত বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া উচিৎ।

ক) অন্যের সংবাদ তথ্য, ছবি, গ্রাফিক্স, ভিডিও ইত্যাদি কাট-পেষ্ট বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় নকল করা যাবে না। প্রয়োজন পড়লে লিংক ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি লিংক কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে ওয়েব সাইটের নাম, স্থান, পাতা, লেখকের নাম এসব পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করে, সারাংশ ব্যবহার করা

যেতে পারে।

খ) তথ্যের সত্যতা যাচাইএর পরেই তা প্রকাশ করতে হবে। আরেকটি ওয়েব সাইটে সংবাদটি আছে তার অর্থ এই নয় যে সংবাদটি সত্য। সত্যতা নিজে যাচাই করতে হবে। তথ্যের উৎস সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে জানাতে হবে।

গ) অর্থ বা উপঢৌকনের বিনিময়ে সংবাদ পরিবেশন করা যাবে না।

ঘ) আন্তর্জাল প্রকাশনায় বিজ্ঞাপন বা অনুরূপ সূত্রে অর্থ উপার্জিত হলে তা গোপণ করা যাবে না।

ঙ) সকল ক্ষেত্রে সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে।

প্রতিনিয়ত সংবাদ মাধ্যমগুলো আমাদের যা জানাচ্ছে তা নীতিসিদ্ধ কি না, উপরোক্ত নীতিমালা জানা থাকলে নিরুপণ করা সহজ। সাংবাদিকতার নীতিমালা সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্য এই মহান পেশাটিকে এক তরফা প্রশ্নবিদ্ধ করা নয়। আমি জানি, প্রতিবছর সত্য উদঘাটণ ও পরিবেশন করতে গিয়ে অনেক সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন, নির্যাতিত হচ্ছেন এমন কি মৃত্যু বরণ করছেন। আমার বন্ধু মহলেও এ ধরণের সত্যনিষ্ঠ ও বিবেকবান সাংবাদিক রয়েছেন। সমস্যা সৃষ্টি করে মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি, যারা এই মহান পেশাটির লেবাসে নানাধরণের অত্যাচার ও অনাচার চালিয়ে জনজীবন অতিষ্ঠ করে তোলে, যার অপর নাম হলুদ সাংবাদিকতা। আগেই উল্লেখ করেছি, দেশ ও প্রবাস থেকে ইদানিং অনেক ধরনের সংবাদপত্র ও অন্যান্য সংবাদ মিডিয়া আত্মপ্রকাশ করছে। সেই সাথে দেশে এমনকি প্রবাসেও বিকশিত হচ্ছে সাংবাদিকদের সংগঠনগুলি। পাশাপাশি যা গড়ে উঠলে ভাল হতো, তা হলো পাঠক চক্র বা পাঠক ফোরাম। প্রতিদিন দেশের পত্র-পত্রিকা বা প্রবাসের আন্তর্জাল পত্রিকাগুলো ঘেঁটে দেখি, সেখানে পাঠকের উপস্থিতি তেমন চোখে পড়ে না। একজন প্রবাসী হিসাবে আমি মনে করি, দেশে এবং প্রবাসেও যদি পাঠকদের একাধিক সংগঠন গড়ে ওঠে তা একদিকে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রকে যেমন সমৃদ্ধ করবে তেমনি সুশীল সমাজ গড়ার জন্য হয়ে উঠবে শ্রেষ্ঠ সহায়ক।

ডঃ শেখ আলীমুজ্জামান (টোকিও, জাপান)
sheikhaleemuzzaman@yahoo.com